126

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

অশান্ত ক্যাম্পাস

গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার অশান্ত হয়ে ওঠে। জনকণ্ঠের রিপোর্ট, সেদিন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং জাতীয় ছাত্র সমাজের মধ্যে সংঘর্ষে দু'সংগঠনেরই ৮/১০ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। সে সময় ৭/৮ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ লাঠিচার্জ এবং কলাভবন ও টিএসসি এলাকায় কমপক্ষে পাঁচ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। এ ঘটনার জের চলতে থাকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ধর্মঘট, ধর্মঘট প্রতিহত করার কার্যক্রম ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার দিন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নবাগতদের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাচ্ছিল। তারই এক পর্যায়ে ঐ সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কে ছোটাছুটি করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে ছাত্রদল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি এখন থমথমে। সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

একটি শান্ত অবস্থা হঠাৎ অশান্ত হয়ে ওঠে। নগ্ন হয়ে যায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের নিরাপত্তাহীন অবস্থাটি। বিঘ্নিত হয় সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের তথা দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ। এদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত এবং হার লজ্জাজনকভাবেই কম। অথচ স্বাধীনতার ছাব্বিশ বছর পরেও দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ-মুহূর্তটিই এ রকম ভয়াবহ এক হতোদ্যমকারী ও নিরাপত্তাহীন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। দেশে উচ্চশিক্ষার দ্বার সাধারণের জন্য অবারিত হওয়া, উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হওয়া একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। সেটি আজও পূরণ হলো না।

শুক্রবারের সংঘর্ষের সূত্রপাত সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন রিপোর্ট বেরিয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলো কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হওয়ায় এই সংঘর্ষ সম্পর্কে একেবারে বিপরীত চিত্র ও তথ্য পাওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের জন্য পারস্পরিক দোষারোপের ধারা অব্যাহতই রয়েছে। একটি স্বাধীন, সভ্য দেশে এই অসংস্কৃতি ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটা দরকার।

সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট 'ডাকসু' ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর, ভাঙ্গার অধিকার, ভাঙ্গার যৌক্তিকতা বা ক্ষমতা নিয়ে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের মধ্যে এক ধরনের বিতর্ক চলে আসছে। উপাচার্য হয়ত ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তার আগেই অকস্মাত শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ; উত্তপ্ত ও অশান্ত হয়ে উঠল ক্যাম্পাস।

এর পিছনে হয়ত অশুভ কোন নেপথ্যশক্তির কালো হাত রয়েছে, যারা চাইছে না, ডাকসু নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হোক, অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত হোক এ শিক্ষাঙ্গন। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েই সম্প্রতি বেশ কিছুকাল ধরে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী হিংস্র সশস্ত্র শক্তি ছাত্রশিবিরের উন্মত্ত তাণ্ডবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন বিঘ্নিত হয়ে চলেছে দারুণভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সন্ত্রাসী, খুনজখমের ঘটনা ঘটলেও কিছুকাল যাবত আপাতদৃষ্টিতে একটা স্থিতি ও শান্ত পরিবেশই বিরাজ করছিল। গত শুক্রবারের ঘটনা মনে করিয়ে দিল সেই স্থিতি ও আপাত শান্ত পরিবেশ বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে অত্যন্ত ঠুনকোই রয়ে গেছে। বিরাজমান ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত যে কোন কার্যকলাপের সূত্র ধরে মুহূর্তের মধ্যে ঐ তথাকথিত শান্ত পরিবেশ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে পারে যে কোন নেপথ্য হাতের কারসাজিতে। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে অস্থিতিশীল, অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত আর শিক্ষাঙ্গনকে বারুদাগারে পরিণত করার জন্য নেপথ্য অশুভ শক্তির শুধু যে অভাব নেই, তা নয়, তারা ওঁত পেতেই বসে আছে, গণতন্ত্রের বুলি-কপচানো তাদের প্রকাশ্য ফ্রন্টকে সে জন্য কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েই।

কিছুদিন আগে, গত ২৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, "ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস দূর করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি... শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছিলেন, পূর্ববর্তী সরকার ক্যাম্পাসে অস্ত্র ও সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। তারই পরিণতিতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও ভুগছে। আমাদের সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও আমরা ক্যাম্পাসকে সম্পূর্ণ সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করতে পারিনি এবং সকল অবৈধ অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারিনি। শিক্ষার মনোন্নয়ন ও শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

আমরা প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি এবং আশ্বাস, পূর্ববর্তী সরকারের ওপর দোষারোপ, শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি, এই সব কিছু হিসাবে রেখেই বলতে চাই, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করার ব্যাপারে আরও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে জরুরী ও বাস্তব ভিত্তিতে কিছু করা দরকার।

আমরা সত্যিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে ও রীতিনীতি অনুসরণে বিশ্বাসী, সাধারণ ছাত্রদের প্রকৃত কল্যাণকামী ছাত্র সংগঠন, সচেতন ও দায়িত্বশীল শিক্ষক সমাজ, সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং গণতান্ত্রিক সরকার সবার প্রতিই সকল অশুভ শক্তি ও তাদের তৎপরতার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন ও যে কোন মূল্যে ক্যাম্পাসকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার অনুকূল, অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই।